R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

ভি আই পি স্যুটকেস
আলফা
এখন তিন বছরের
গ্যারাণ্টিতে পাচ্ছেন
প্রভাত ষ্টোর
(দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ ফোন নং-৬৬-২২৮

৮২শ বর্ষ
২৮শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১২ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪০২ সাল।
২৯শে নভেম্বর, ১৯৯৫ সাল।

নগদ মূল্য ঃ ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

সুতী থানা ভবন উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে জবরদখলের অভিযোগ আনলেন বিড়ি মার্চেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশন

অরঙ্গাবাদ ঃ গত ২২ নভেম্বর সুতী২ ব্লকের বারবোনা হাটে অরঙ্গাবাদ বিড়ি মার্চেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশনের তৈরী নূতন থানা ভবন উদ্বোধন করলেন মুর্শিদাবাদ রেঞ্জের ডিআইজি ডি বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে পুলিশ সুপার, এডিএম জেনারেল উপস্থিত ছিলেন নূতন থানা ভবন উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে অরঙ্গাবাদ বিড়ি মার্চেন্টস্ এ্যাসোশিয়েসন বে-আইনী ভবন জবর দখলের অভিযোগ এনে ঐ দিনই সুতী থানায় একটি জেনারেল ডাইরী করেন বলে জানা যায়। এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জগন্নাথ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি ক্ষোভের সঙ্গে জানান থানার ঐ ভবনটি বিড়ি মার্চেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশনের নিজস্ব মালিকানাধীন জায়গায় প্রায় ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুলিশ বিভাগের অনুরোধে তৈরী করেন। কথা হয় ভবনটির জন্য এ্যাসোসিয়েশন মাসিক সাত হাজার টাকা ভাড়া পাবে। জেলা কালেক্টারের দপ্তর থেকে এ ব্যাপারে সবুজ সংকেতও পাওয়া যায়। চুক্তি স্বাক্ষরের দিন ঠিক হয় ২০ নভেম্বর। কিন্তু নির্দ্ধারিত দিনে চুক্তি স্বাক্ষর না হওয়া সত্ত্বেও ২২ নভেম্বর থানা ভবন উদ্বোধনের নিমন্ত্রণপত্র পেয়ে এ্যাসোসিয়েশন বিস্মিত হয় চুক্তি স্বাক্ষর না করে ঐ ভবন দখল করাকে তাঁরা জবরদখল বলে মনে করেন। এবং অনুষ্ঠানের দিনই জবরদখলের বিরুদ্ধে জেনারেল ডাইরী করেন। অপরদিকে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কোন স্থানীয় অধিবাসীকে বক্তব্য রাখতে দেওয়া হয় না। বক্তব্য রাখেন রঘুনাথগঞ্জ নিবাসী এ্যাডভোকেট দিলীপ সিংহ। (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

এসডিএমও ভীত, নেতারা হুমকী দেখিয়ে ক্যাশবুক ফেরত চাইলেন

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের বড়বাবু ও কো-অর্ডিনেশনের নেতা জয়ন্ত সরকারের বিরুদ্ধে হাসপাতালের ক্যাশবই এ বিভিন্ন গরমিলের অভিযোগ ওঠায় এসডিএম ও ডাঃ সঞ্জীব ঘোষ গত অক্টোবর মাসে সেটা সীজ করলে তিনি হাসপাতালের কো-অর্ডিনেশন নেতাদের ও স্থানীয় সিপিএমের জবরদস্ত নেতাদের হুমকীর সামনে পড়েছেন অবিলম্বে ক্যাশবুক স্বস্থানে ফেরত দেবার নির্দেশে ডাঃ ঘোষ ভীত ও অসহায় বোধ করায় মহকুমা শাসক ও স্থানীয় থানার শরণাপন্ন হতে বাধ্য হন বলে খবর। জয়ন্ত সরকারের নামে বিভিন্ন অভিযোগের মধ্যে সর্বশেষ অভিযোগগুলির তালিকায় রয়েছে ডাক্তার ও অন্যান্য অফিস কর্মীদের মাস পয়লায় কেউ বেতন না তুললে পরে বেতন দিতে তাঁদের বার বার ঘোরানো, জেনারেটর না সারিয়ে সারানোর নামে আট হাজার টাকার বিল জমা দেওয়া, হাসপাতালের এ্যাম্বুলেন্স রাখার অস্থায়ী গ্যারেজ তৈরীর চার হাজার তিনশো টাকার ডবল বিল জমা, যা পরে ট্রেজারীতে ধরা পড়ে, কিছুদিন পূর্বে হাসপাতালে আগত তদন্তকারী দলের পেছনে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে বিলের কোন অফিস কপি না রাখা, ক্যাশবুক সীজ করার সময় পর্যন্ত সত্তর হাজার টাকা ক্যাশ রিসিভ করে চুয়ান্ন হাজার টাকা খরচ দেখিয়ে বাকী টাকার হিসাব না দেওয়া প্রভৃতি। এদিকে গত ২৫ নভেম্বর রাজ্য সরকারের তিনজনের এক তদন্তকারী দল এখানে এলে জয়ন্ত সরকার ও মহঃ সানাউল্লা স্থানীয় সদরঘাটে (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

ফরাক্কায় গঙ্গাভাঙ্গন প্রতিরোধ কমিটির ঐতিহাসিক গণসমাবেশ

দিবাকর ঘোষ—ফরাক্কা ঃ গত ২১ নভেম্বর গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ কমিটির ডাকে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ফরাক্কা ব্যারেজের জিএম অফিসসহ সমস্ত অফিস এবং ফরাক্কার বিডিও অফিস, এক্সচেঞ্জ অফিসের সামনে গণ অবস্থান ও বিক্ষোভের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। মূলতঃ গঙ্গাভাঙ্গন প্রতিরোধ, গঙ্গাভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্তদের পূনর্বাসন, ফিডার ক্যানেলের পশ্চিমপারের জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা ও বন্যা প্রতিরোধের দাবীতে এই কমিটি গত কয়েক মাস ধরে আন্দোলন করে আসছে। গত ২৯ সেপ্টেম্বর, ২৬ অক্টোবর অনুরূপ কর্মসূচী নিয়েছিল। তবে গত ২১ নভেম্বরের কর্মসূচী ছিল ফরাক্কার ইতিহাসে সর্ববৃহৎ অরাজনৈতিক কর্মসূচী। প্রায় দশ হাজারের বেশি সর্বস্তরের মানুষ রাজনীতির উর্ধে থেকে এই কর্মসূচীতে যোগ দেন। ফরাক্কা ব্যারেজের সমস্ত রাস্তাঘাট বাজার জনারণ্যে পরিণত হয়। সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত মানুষ আসতে থাকে গণঅবস্থানে যোগ দিতে। আজ পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক দল নাকি এত লোকের জমায়েত করতে পারেনি। এই সমাবেশের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল সব বয়সের প্রায় চার হাজার মহিলার ব্যাপক উপস্থিতি। গণঅবস্থান ও বিক্ষোভ চারটি স্থানে হলেও মূল অবস্থান ছিল জিএম অফিসের সামনে। এখানে বক্তব্য রাখেন মোট ছাব্বিশ জন বক্তা। সব বক্তাই গঙ্গাভাঙ্গন যে ব্যারেজের ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনার জন্যই ঘটছে এ কথা জানান। বিক্ষোভ চলাকালীয় বেলা ২টার (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪০২ সাল

।। ম্যালেরিয়া ও ধরনা ।।

দুইটি কারণে রাজ্য সরকারের মস্তকবেদনা চলিতেছিল। একটি ম্যালেরিয়ার অভাবিতপূর্ব প্রকোপ। অপরটি যুবকংগ্রেস নেত্রীর পরিচালনায় অচিন্তিতপূর্ব ধরনা। ম্যালেরিয়া ও ধরনা—উভয়ই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। দ্বিতীয়টির নিরসন হইয়াছে। প্রথমটি এখনও বিদ্যমান।

স্বাধীনোত্তরকালের মধ্যে এই বৎসর ম্যালেরিয়ার বিপুল প্রসার রাজ্যে এই প্রথম। সাধারণ ম্যালেরিয়া এবং ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া—দুইটি ছড়াইয়া পড়িয়াছে; মানুষ জেরবার হইতেছে। মৃত্যুর সংখ্যাও যথেষ্ট। হাসপাতালে ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা ২১৯০ এবং ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার রোগী ৯১১ জন। এই রোগের চিকিৎসা এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা—দুইটি দিকই ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া জানা গিয়াছে। চিকিৎসাকেন্দ্রে উপযুক্ত ঔষধ মিলিতেছে না। কুইনাইন তেমনভাবে এখন প্রাপ্তব্য হইতেছে না। সিঙ্কোনা চাষের জমিও অনেক হ্রাস করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদে জানা যায়। ইহার ফলে এই রোগে আক্রান্ত রোগীরা ঠিকমত চিকিৎসা পাইতেছেন না। তাই ভগবানের ভরসা থাকা ছাড়া উপায় নাই। রোগ যাহাতে ছড়াইয়া পড়িতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা থাকিলে কিছুটা কাজ হয়। ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণুবাহী এনোফিলিস মশা। মশার জন্মস্থান বদ্ধ জল। কি শহর, কি গ্রাম—বদ্ধ জল কোথায় নাই। গ্রামে গ্রামে পানায় ভরা খাল-ডোবা, ছোট-বড় শহরে নানা জাতের নর্দমা, নালা প্রভৃতি যথেষ্ট দেখা যায়। সেখানে মশককুল নিরুপদ্রবে বংশবিস্তার করিতেছে। এই মহকুমা শহরেই যে সব নর্দমা, নয়ানজুলি রহিয়াছে, তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সারারাজ্যে মশার শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে সহজেই অবহিত হওয়া যাইবে। হাসপাতালের নর্দমাগুলি ক্রমশঃ পচাজলে ভর্তি হইতেছে; রাস্তার পাশের নয়ানজুলিসমূহে আবদ্ধ পচা জলের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। মশা মারার বিভিন্ন তেল বা অন্য রাসায়নিক দ্রব্য ছড়াইবার ব্যবস্থা থাকিলে কিছু কাজ হইত। এখন এই রোগের মোকাবিলা কীভাবে করা যাইবে, তাহা ভাবিবার বিষয়। ভবিষ্যৎ অজানা।

টনসিলাইটিস

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

টনসিলাইটিস কথাটি এখন সকলের মুখে মুখে ফেরে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে টনসিলাইটিস জিনিষটা কি? টনসিল নামে আমাদের দুটো গ্লাড আছে, যার প্রদাহকে বলা হয় টনসিলাইটিস্। টসসিল আমাদের দেহের দারোয়ানের কাজ করে। এর অবস্থান মুখ ও গলার সংযোগস্থলে (ভেতরে) এবং সংখ্যায় দুটো। এই টনসিল আক্রান্ত হলেই রোগের সূত্রপাত ঘটে, রোগ প্রতিরোধে-এর ভূমিকা ব্যাপক। নাকের রাস্তা দিয়ে শ্বাসের সঙ্গে যত ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস ঢোকে সেগুলিকে ঠেকিয়ে রাখে এই দুই দারোয়ান। তারা ঐ সব রোগের জীবাণুগুলোয় বিরুদ্ধে প্রতিষেধক ব্যবস্থা (Antibody) গড়ে তোলে। তেমনি খাবারের সঙ্গেও যে সমস্ত ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস দেহে যায় তাদের বিরুদ্ধেও এরা লড়াই করে, রোগ সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেতে এরা নিজেরাও আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু বাচ্চা অবস্থায় টনসিলের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জোরালো না হওয়াতেই টনসিল নিজে আক্রান্ত হয়ে বসে।

বাচ্চার দেখা দেয় টনসিলাইটিস, সর্দ্দি, কাশি, গলায় ব্যথা লেগেই থাকে। অনেকে বলেন অপারেশন করিয়ে দাও লেঠা চুকে যাবে। কিন্তু ৫/৬ বছর বয়স হলে টনসিল কাটার কথা ভাবা হয় না, কারণ রোগ প্রতিরোধে এর ভূবিকা ব্যাপক তাই হোমিওপাথি চিকিৎসা এক্ষেত্রে ফলপ্রসূ।

টনসিলাইটিসের কয়েকটি ঔষধ :

বেলেডোনা—৩০, ২০০ লালবর্ণ টনসিল, টনসিলের সাথে জ্বর থাকলে ব্যবহার করা হয়। (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুলিশ হেপাজতে বন্দীদের মৃত্যু যেভাবে ঘটিতেছে, তাহার জন্য মৃতদের পরিবারদিগকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ সরকারকে দিতে হইবে বলিয়া যুবকংগ্রেসনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০ দিন ধরিয়া অবস্থান সত্যাগ্রহ চালাইয়াছেন। রাজ্য সরকার এখনও পর্যন্ত কোন মীমাংসা করিতে পারেন নাই অথবা করেন নাই। যাহা বলিতেছেন, তাহা মনঃপূত হয় নাই। অতঃপর কেন্দ্র হইতে ধরনা প্রত্যাহার করার প্রচেষ্টা চালান আরম্ভ হয় এবং গত রবিবার রাত্রি হইতে ধরনা প্রত্যাহার করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপে ইহা হইয়াছে।

এই ধরনায় যথেষ্ট জনসমর্থন ছিল। তাই ইহার জন্য রাজ্য সরকারকে কিছুটা বিব্রত হইতে হয়। কোনও কোনও তরফ হইতে এই ধরনাকে মমতার গিমিকের রাজনীতি বলা হইয়াছে। কিন্তু মানবাধিকারের প্রশ্ন জড়িত ছিল বলিয়া ইহার পিছনে মানুষের সমর্থন ছিল।

এখন কেন্দ্রের ভূমিকায় ধরনা প্রত্যাহৃত হইল। কিন্তু বিরোধী পক্ষ এই বিষয়ে মমতার ভাবমূর্তিকে নানাভাবে হেয় করিবার প্রচেষ্টা চালাইবে, ইহা সত্য। আর ধরনা তুলিয়া লওয়াতে রাজ্য সরকারের স্বস্তিবোধ যে হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং মমতা বিরোধী অভিযানও পুরাপুরি একটা মাত্রা লাভ করিবে, তাহাও সত্য।

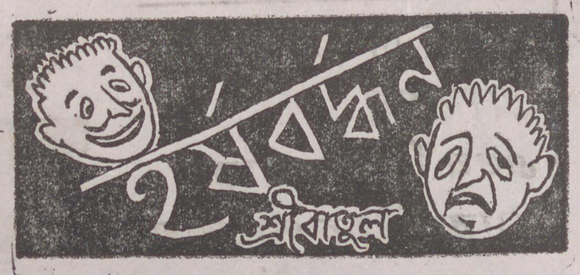

ধরনা-মঞ্চের সামনে এক বন্ধু অপর বন্ধুকে—"এই ত্যাখ্ ধরনা।"

অপর বন্ধু—"কাকে ধরব বল্ না?"

* *

বাজারে ১ম ভদ্রলোক অপরকে—"আলু কী করে কিনব মশাই?" ২য় ভদ্রলোক—"ভাবালু হয়ে।"

* *

রাজ্য স্বাস্থ্য সচিব নাকি বলেছেন যে, ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে সরকারের অনেক গাফিলিত রয়েছে।

—আহা, যদি সর্বক্ষেত্রে এই সব গাফিলতির স্বীকৃতি থাকত!

* *

'বড়বাজারে ডাকাতি: বৈঠক হল পুলিস-ব্যবসায়ী।'—খবর।

—অমন ত কত হয়!

* *

লক-আপে বন্দীদের অসুস্থতা পরীক্ষা করতে প্রতি থানায় ডাক্তারদের প্যানেল তৈরি করা হবে বলে জানা গেল।

—পাছে লোকে কিছু বলে আর আবার ধরনা চলে।

* *

পার্ক সার্কাসে ঝুপড়ি ভাঙ্গা হল—সংবাদ

—নয়া সার্কাস।

* *

'নাগপুরে ওয়ানডে'তে ভারত হারল।'—একটি আক্ষেপ।

—নাগ'এর ছোবল কিনা!

অতি বৃষ্টিতে ধানের ফলনে সর্বনাশ

সাগরদীঘি : সাম্প্রতিক নিম্নচাপের ফলে নভেম্বরের অতি বৃষ্টি ও ঝোড়ো আবহাওয়ায় এই ব্লকের প্রায় জমির পাকা ধান নষ্ট হয়ে গেছে। এমন কি কাটা ধানও মাঠে পচে চাষীর সর্বনাশ ঘটিয়েছে। মার খেয়েছে ছোলা খেসারী মসুরী প্রভৃতি ডাল শস্য। মাটির বাড়ী-ঘর ভেঙ্গে অনেকেই গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। অন্যদিকে ইট ভাটার কাঁচা ইট জলে গলে ভাটার মালিকদেরও প্রচুর ক্ষতি করেছে। ইটের দামও মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

টনসিলাইটিস (২য় পৃষ্ঠার পর)

হিপার সালফ ৩০, ২০০, পুরাতন যন্ত্রণাদায়ক টনসিলে, শক্ত ও বড় টনসিল, টনসিলে পুঁজ হলে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ব্যারাইটা কার্ব—৩০, ২০০, ১০০০ পুরাতন পীড়ায় উচ্চ শক্তি ব্যবহার করে ফল পাওয়া গেছে। ডানদিকের গলায় কষ্টের অনুভব বেশি।

ফাইটোলাকক্কা ৩০, ২০০ ফুলে থাকা টনসিল, পানাহার করতে কষ্ট।

বায়োকেমিক ঔষধ—কেলিমিউর ১২x

আফিডেবিট

আমি শ্রীঅরবিন্দনারায়ণ সিন্‌হা পিতা ৺শ্যামাচরণ সিন্‌হা সাং জিয়াগঞ্জ (চাউলপট্টি) হাল সাং রঘুনাথগঞ্জ, থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ গত ২৭-১১-৯৫ জঙ্গিপুরের জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট ১ম শ্রেণী দ্বিতীয় কোর্টে এক আফিডেবিট বলে শ্রীঅরবিন্দ সিন্‌হা হিসাবে গণ্য হলাম। আমার পূর্বের কোন কোন নথিপত্রে অরবিন্দনারায়ণ সিন্‌হা নাম নথিভুক্ত আছে। যে সকলও আমার বলে গণ্য হবে।

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়ন এগোচ্ছে নতুন গতিতে

- পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা
- অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ শক্তির যোগান
- নতুন লগ্নীর অনুকূল পরিবেশ
- সরকারের তরফ থেকে পরামর্শ ও সহায়তা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৬১৩ (২৫) ৯-১১-৯৫

শিক্ষকদের মূল্যবোধহীন প্রাইভেট পড়ানো বন্ধের দাবী

বিশেষ সংবাদদাতা : বিশেষ সূত্র থেকে জানা যায় ওয়েষ্ট বেঙ্গল গ্রাজুয়েট প্রাইমারী টিচারস্ এ্যাঃ মুর্শিদাবাদ জেলা পঃ বঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে এক চিঠি দিয়ে শিক্ষক ও অধ্যাপকদের মূল্যবোধহীন প্রাইভেট টিউশনি বন্ধের দাবী জানিয়েছেন। সমিতির সম্পাদক নূর আলম মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে লিখিত চিঠিতে শিক্ষক ও অধ্যাপকদের একটি অংশের ঢালাও প্রাইভেট টিউশনি করাকে স্বার্থপরতা, মূল্য-বোধের অভাব বলে অভিহিত করেন। তিনি অবিলম্বে এই ব্যবস্থা বন্ধের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবী করেছেন। তিনি আরও জানান খ্যমন্ত্রী যদি কোন ব্যবস্থা এ ব্যাপারে নেন তবে তাঁরা তাঁদের সমিতির সকল সদস্যকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে সহায়তা করবেন। তিনি আরও অনুরোধ করেন এ প্রথা আইন করে বন্ধ করা হোক ও অমান্য করলে শাস্তির ব্যবস্থাও রাখা হোক।

গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএম সদস্য অপহৃত

ধুলিয়ান : গত ১৫ নভেম্বর সামসেরগঞ্জ থানার তিনপাকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএম সদস্য দিলবার হোসেনকে ডিস্কো মোড় থেকে কয়েকজন দুষ্কৃতকারী অপহরণ করে। পুলিশ খবর পেয়ে তল্লাশী চালিয়ে রাত আড়াইটা নাগাদ চকসাপুর গ্রাম থেকে তাঁকে উদ্ধার করে। পুলিশ এ ব্যাপারে ফারুক সেখ নামে জনৈক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। তার কাছ থেকে একটি দেশী পিস্তল পুলিশ আটক করে এবং ফারুককে জঙ্গিপুর কোর্টে চালান দেয়।

সংবাদপত্রের অভিযোগে অতিষ্ঠ হয়ে পুলিশ চোরাচালান বন্ধে তৎপর হলো

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ানের চোরাচালান ও বাংলাদেশে মাল পাচার নিয়ে জঙ্গিপুর সংবাদ বিশেষভাবে তৎপর হয় ও পুলিশের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত জেলা পুলিশ সুপার এমফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চকে তৎপর হতে আদেশ দেন। এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ ধুলিয়ানে অভিযান চালিয়ে বাংলাদেশী কিছু ব্যক্তিকে আটক করে। তাদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে চাল, চিনি, ময়দা, মুগডাল, পিঁয়াজ, লঙ্কা, কেরোসিন তেল ও চল্লিশ পেটি আপেল উদ্ধার করে। এর ফলে বর্তমানে ধুলিয়ানে চোরা চালান কিছুটা বন্ধ।

জঙ্গীপুর কলেজে ছাত্র পরিষদ ও এস এফ আই-এর সংঘর্ষ

জঙ্গীপুর : জঙ্গীপুর কলেজে ২০ নভেম্বরের নবীনবরণ অনুষ্ঠানের গণ্ডগোলের জের টেনে ২২ নভেম্বর এস এফ আই সমর্থকদের সঙ্গে ছাত্র পরিষদ সমর্থকদের সংঘর্ষ বাধে। ঘটনার দিন একজন ছাত্র পরিষদ সমর্থকের সঙ্গে কিছু এস এফ আই সমর্থকের বাকবিতণ্ডা হলে ছাত্রটিকে তারা অধ্যক্ষের ঘরে ধরে নিয়ে যায়। সেই সময় কিছু ছাত্র পরিষদ সমর্থক বাধা দিলে অধ্যক্ষের সামনেই দু'দল সমর্থকের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। দুপক্ষেরই কিছু ছাত্র আহত হয় বলে জানা যায়। অধ্যক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ রাখেন।

দমকলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

ধুলিয়ান : গত ২৫ নভেম্বর স্থানীয় মানুষের দীর্ঘদিনের দাবী মেটাতে ডাকবাংলোয় বিডিও অফিসের পাশে দমকলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন পৌরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য্য। ঐ দিন বিকাল ৪ টায় কাঞ্চনতলা বড় তরফের মাঠে বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে পৌরমন্ত্রীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বামফ্রন্টের পক্ষে আর এস পির দুই কমিশনার, অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দ ও ধুলিয়ান মার্চেন্ট এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে লক্ষ্মীনারায়ণ আগরওয়ালা, দুই বিধায়ক আবুল হাসনাৎ খাঁন ও তোয়াব আলী উপস্থিত হয়ে পৌরমন্ত্রীর হাতে একটি স্মারকলিপি দেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন পুরপতি সফর আলি।

সমাজবিরোধীদের দাপটে ঘোড়াইপাড়া-বেওয়ায় আতঙ্ক—পুলিশ বিস্ময়জনকভাবে চুপ

বিশেষ প্রতিবেদক : ফরাক্কা থানার দুটি অঞ্চল ঘোড়াইপাড়া, বেওয়ায় সমাজবিরোধীদের দাপটে জনজীবনে আতঙ্ক দানা বেঁধেছে। বিহার থেকে পঃ বঙ্গে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে যাওয়ার সর্টকাট পথ এটি। বারহারওয়া দিয়ে বিহারের যে কোন স্থানে যাওয়া যায় এ পথে। ফলে বিহার থেকে পঃ বঙ্গে, কিংবা পঃ বঙ্গ থেকে বিহার যাতায়াতকারী পাথর আনার গাড়ী খুব বেশী যাতায়ত করে এ পথে। এই দুই গ্রামের বেশ কিছু মস্তান ট্রাক, লরী, সাধারণ টেম্পো বা ট্যাক্সি আটকিয়ে জোর জুলুম টাকা পয়সা আদায় করে। টাকা দিতে না পারলে মারপিট করে। আবার যে সব শ্রমিক বিহারের কোয়ারীগুলোতে কাজ করতে যায়, তাদেরও পথে আটকিয়ে এই সব মাস্তানরা তোলা আদায় করে। পুলিশ জানে না তা নয়, কিন্তু বিস্ময়জনকভাবে কোন হস্তক্ষেপ করে না।

হুমকী দেখিয়ে ক্যাশবুক ফেরত চাইলেন (১ম পৃষ্ঠার পর)

পুরসভার গেষ্ট হাউসে রেখে তাঁদের আদর আপ্যায়ন করছেন বলে জানা যায়। অন্যদিকে তদন্তকারী দল কোথায় উঠেছেন বা কতদিন থাকবেন তার খবর নাকি হাসপাতাল সুপার জানেন না। তবে সুপার ও স্থানীয় হাসপাতাল বাঁচাও কমিটি তদন্তকারী দলের কাছে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী জানিয়েছেন বলে জানা যায়।

উল্লেখ্য হাসপাতালের সুপারের ও জয়ন্তবাবুর বাড়ী এই জেলারই পাশাপাশি গ্রামে এবং তাঁরা ঘনিষ্ট আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ। এরজন্য গত বিরানব্বই সালের জুলাই মাসে এখানকার হাসপাতালে সুপারের দায়িত্বে আসার পর থেকে জয়ন্তবাবুর প্রতি তাঁর অগাধ আস্থা থাকায় তিনি তাঁকে সমস্ত সন্দেহের উর্দ্ধে রেখেছিলেন বলে সুপার ডাঃ ঘোষ জানান। অন্যদিকে জানা যায়, হাসপাতালের চূড়ান্ত দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে কোঅর্ডিনেশনের কর্মীদের মধ্যে দুটি ভাগ হয়ে গেছে। একটি অংশ সুপারকে সমর্থন করছেন। এ ছাড়া ফেডারেশনের কিছু কর্মীও পরোক্ষভাবে সুপারকে সহায়তা করায় সুপার ক্যাশবুক সীজ করার সাহস দেখিয়েছেন। তবে ক্যাশবই অবিলম্বে জয়ন্তবাবুকে ফিরিয়ে না দিলে সুপার শারীরিকভাবে নিগৃহীত হবার বা দূরে কোথাও বদলী হবার স্পষ্ট সম্ভাবনা দেখছেন বলে জানান। বিগত তিন বৎসরে ক্যাশবুকে যে সব অসঙ্গতি সুপারের গোচরে এসেছে তার মধ্যে হাসপাতালের বিভিন্ন দ্রব্যাদি কেনা বা যন্ত্র সারানোর খরচের ত্রিশটি হেডিং উল্লেখ করে সুপার সম্প্রতি জয়ন্তবাবুকে তদন্তকারী দলের সামনেই তা দু'দিনের মধ্যে পরিস্কার করার চিঠি ধরিয়েছেন বলেও জানা যায়। তবে তদন্তকারী দলটি কেবলমাত্র ১-৯-৯৪ থেকে ৩১-১০-৯৫ সময়সীমার আর্থিক লেনদেনেরই তদন্ত করবেন বলেও জানা যায়। ইতিমধ্যে জয়ন্তবাবুর জামাই হাসপাতালের ঠিকাদার দীপক সরকারকে সুপারের অভিযোগক্রমেই সিএম ও এইচ ব্ল্যাক লিষ্টেড করেছেন। দীপকবাবুও এর বিরুদ্ধে হাইকোর্ট করেছেন বলে জানা যায়। ঠিকাদারদের হাসপাতালে বিভিন্ন সামগ্রী সরবরাহের কিছু বিলও আটকে আছে। হঠাৎ করে হাসপাতালে কেরোসিন সরবরাহ দীপকবাবু এর পূর্বেই বন্ধ করে দেওয়ায় যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, সুপার তার বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় এফ আই আর করেন। শেষ পর্যন্ত বেগতিক দেখে এসডিএমও স্বয়ং এসডিও-র দ্বারস্থ হলে তিনি সুপারকে মাসে ১২৫ লিটার কেরোসিনের পারমিট করিয়ে দেন বলে সুপার জানান। মহকুমা শাসক হাসপাতালের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ২৮ নভেম্বর একটি বৈঠক ডাকলেও তাঁর অনুপস্থিতিতে তা শেষ পর্যন্ত বানচাল হয়ে যায়।

প্রতিরোধ কমিটির ঐতিহাসিক গণসমাবেশ (১ম পৃষ্ঠার পর)

সময় স্থানীয় বিধায়ক আবুল হাসনাৎ খাঁনের নেতৃত্বে ১২ জনের একটি প্রতিনিধি দল জি এম-এর কাছে ডেপুটেশনে যান। জিএম এই মরসুমে মাত্র চারশো মিটার পাড় বাঁধানোর প্রতিশ্রুতি দেন। এ ছাড়া গঙ্গাভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলিকে ফরাক্কা ব্যারেজের উদ্বৃত্ত জমিতে পুনর্বাসন ও ফিডার ক্যানেলের পশ্চিম পারের জলনিষ্কাশনের জন্য আরও কিছু কালভার্ট ও একটি ব্রিজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে গঙ্গাভাঙ্গন প্রতিরোধ কমিটি রঘুনাথপুর থেকে মহেশপুর পর্যন্ত পাঁচ কিমি পাড় বাঁধার দাবি না মানলে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার এবং ২৭ নভেম্বর ফরাক্কা ব্লক বন্ধের সিদ্ধান্ত নেন। ফরাক্কা ব্যারেজ ও এনটি পিসি-র সমস্ত শ্রমিক সংগঠন এই বন্ধকে সমর্থন করেন। এবং গঙ্গাভাঙ্গন প্রতিরোধ কমিটির আন্দোলনে অংশগ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন। উল্লেখ্য যুবকংগ্রেসের মমতাপন্থী মইনুল হক গোষ্ঠীবাদে সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ গঙ্গাভাঙ্গন প্রতিরোধ কমিটির মঞ্চে যোগদান করেছে। মইনুল হক গোষ্ঠী, ব্লক যুবকংগ্রেস একই ইস্যুতে পৃথকভাবে আন্দোলন করছে। গত ২০ নভেম্বর ফরাক্কা বিডিও অফিসে ডেপুটেশন ও গণঅবস্থান করে এবং ২২ নভেম্বর ফরাক্কা বন্ধের ডাক দিয়েছেন।

মহিলাদের টেলারিং প্রশিক্ষণ শিবির

রঘুনাথগঞ্জ : নারী অধিকার রক্ষা সমন্বয় সমিতি ও ডিপ্রেসড ক্লাসেস লীগের সহযোগিতায় গত ১৬ নভেম্বর থেকে মহিলাদের টেলারিং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সদরঘাট সুপার মার্কেটে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ৪০ জন মহিলা এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন।

বিড়ি মার্চেন্টস. এ্যাসোসিয়েশন (১ম পৃষ্ঠার পর)

শ্রীসিংহ অরঙ্গাবাদবাসীদের পক্ষ থেকে উদ্যোক্তাদের প্রশংসা করেন এবং কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানান। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে প্রাক্তন জেলাপরিষদ সহসভাধিপতি নিজামুদ্দিনসহ কয়েকজন প্রতিবাদ জানালে গোলমাল বাধে। ফলে সাড়ে নটায় শুরু হয়ে দশটার মধ্যেই অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যায়। শান্তিরক্ষক পুলিশ কর্তৃপক্ষের এই অদ্ভুত আচরণে অরঙ্গাবাদবাসী স্তম্ভিত ও ক্ষুব্ধ বলে জানা যায়।

জেলা মেলা ঐকতান '৯৫

পরিচালনায় : এস, এস, বি, ভারত সরকার

ও

নবভারত স্পোর্টিং ক্লাব, মির্জাপুর

আগামী ১৮ ডিসেম্বর '৯৫ থেকে ২২ ডিসেম্বর '৯৫

স্থান : গৌড় স্মৃতি ময়দান (নবভারত স্পোর্টিং ক্লাব)

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিযোগিতা

বিনা খরচে স্বাস্থ্য পরীক্ষা (E. C. G.-সহ)

যোগাযোগের স্থান :— ১) সি, ও অফিস, রঘুনাথগঞ্জ

২) নবভারত স্পোর্টিং ক্লাব, মির্জাপুর

৩) এস, এস, বি অফিস, বহরমপুর

সৌজন্যে : বাঘিড়া লনী এণ্ড সন্স, মির্জাপুর

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।